বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প

আয়োজনে ঃ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ও উপজেলা প্রশাসন, আশাশুনি উপজেলা, সাতক্ষীরা।
সহযোগিতায় ঃ সুইচ এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) ও ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

উপজেলা কর্মশালা প্রতিবেদন

কর্মসূচীর নাম	সাতক্ষীরা জেলায় পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প কার্যক্রম অবহিতকরণে আশাশুনি উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন সচিব, সংরক্ষিত মহিলা মেম্বর ও ওয়ার্ড মেম্বর সমন্বয়ে উপজেলা কর্মশালা।				
তারিখ	১৫.১২.২০২০ ইং-		সময়কাল	১০:০০ -৩:০০ টা পর্যন্ত	
সভার মাধ্যম	স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরাসরি				
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	পুরুষ	৪৫	নারী	১১	মোট ৫৬
অংশগ্রহণকারীর ধরণ	ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান				
সভাপতির নাম ও পদবী	মীর আলিফ রেজা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।				
প্রধান অতিথির নাম ও পদবী	এ,বি,এম, মোস্তাকিন,চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আশাশুনি।				
কর্মশালার পরিচালক	মোহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, ডিরেক্টর, (প্রোগ্রাম এন্ড প্লানিং), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স				
কর্মশালার সমন্বয়কারী	মোঃ তারিকুজ্জামান, ডেপুটি ডিরেক্টর, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স।				
কর্মশালার পরিচালক	মোহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, ডিরেক্টর, (প্রোগ্রাম এন্ড প্লানিং), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স				
কর্মশালার আয়োজক ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী	মোঃ শরিফুল ইসলাম, ডেপুটি ম্যানেজার ও অফিস ইনচার্জ, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, সাতক্ষীরা।				
কর্মশালার যোগাযোগকারী	মোঃ মনিরুজ্জামান টিটু, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, সাতক্ষীরা।				
সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ভূমিকা ঃ শুরুতে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, সাতক্ষীরা এর অফিস ইনচার্জ মোঃ শরিফুল ইসলাম সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সভাপতির অনুমতিক্রমে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচীর কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করেন। এর পর অংশগ্রহণকারীগণ তাদের নিজ নিজ পরিচয় দেন। পরবর্তীতে কর্মশালার স্বাগত বক্তব্য ও বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প কার্যক্রম প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন মোহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, ডিরেক্টর, (প্রোগ্রাম এন্ড প্লানিং), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স। তারপর পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প কার্যক্রম উপস্থাপন করেন মোহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, ডিরেক্টর, (প্রোগ্রাম এন্ড প্লানিং), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স। **উদ্বোধনী বক্তব্যঃ** উক্ত কর্মশালার সভাপতি মীর আলিফ রেজা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আশাশুনি, সাতক্ষীরা, উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, মূলত পারস্পারিক শিখন হলো এক জন আর এক জনের থেকে ভাল কিছু জানা ও শেখা। এনআইএলজি এর উদ্দেশ্য দেশের সকল ইউনিয়নের যে ভালো কাজ গুলো আছে সেটা বাংলাদেশের সকল ইউনিয়নে ছড়িয়ে দেওয়া, মূলত সকল উপজেলা চেয়ারম্যান ইউপি চেয়ারম্যান, সচিব ওয়ার্ড পুরুষ/মহিলা সদস্যগন সবাই ভালো কাজ করছেন। এটা একটি সরকারী কাজ, এই কাজ গুলো আমরা আমাদের নিজেদের তাগিদে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে					

উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে আসবো। অন্যের ভালো কাজ গুলো সর্বদা নিজের মধ্যে আয়ত্ব করা, এটা করলে সমাজ, রাষ্ট্র আরও উন্নত হবে এবং একটি উন্নত দেশকে আরও উন্নতিতে নিয়ে যাবে। আপনারা জনপ্রতিনিধি আপনারা এই পারস্পারিক কর্মসূচিতে একে অন্যের কাজগুলো দেখেন শিখেন এবং বাস্তবে রূপায়ন করবেন। আমাদের যেমন ভালো কাজ আছে, তেমনি অন্যদের ও ভালো কাজ রয়েছে। এজন্য আমাদের ও অন্যদের ভালো কাজ গুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া। তিনি এনআইএলজি ও ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এর এই পারস্পারিক শিখন কর্মশালায় সকল অংশগ্রহনকারীদেরকে কর্মশালায় সহযোগীতা করার অনুরোধ জানিয়ে শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

মোহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, ডিরেক্টর, (প্রোগ্রাম এন্ড প্লানিং), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, প্রথমে আশাশুনি উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন এবং সকল ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানান। ভালো শিখন বলতে নিজের যে ভালো কাজ গুলো আছে সেগুলো কে বুঝায়। আজকের কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার ইউনিয়নে যে ভালো কাজগুলো আছে সেগুলো জানানো ও দেখানো। তিনি পারস্পারিক শিখনের উদ্দেশ্য গুলো তুলে ধরেন,

১. আমি আমার ভালো শিখন গুলো অন্যকে জানাবো।
২. অন্যদের ভালো শিখনগুলো নিজে দেখবো ও জানবো।
৩. উপজেলার ভালো শিখন গুলো জানবো এবং অন্যকে জানাবো।

তারপর তিনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পারস্পারিক কর্মসূচীর মূলনীতি গুলোর ব্যাখ্যা দেন। পারস্পারিক কর্মসূচীর মূলনীতি গুলো হলো-

- প্রশংসা
- সংযোগ স্থাপন
- অভিযোজন/গ্রহণ
- রূপায়ন

এরপরে প্রতিটি ইউনিয়নের উপস্থিতিদের স্ব স্ব ইউনিয়ন ভিত্তিক বসিয়ে ভিব কার্ডের মাধ্যমে তাদের ইউনিয়নের ৫ টি ভালো কাজ গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে বলা হয়। গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে ১১ টি ইউনিয়ন থেকে মোট ৫৫ টি ভালো কাজ উঠে আসে। ভালো কাজ গুলো নিম্নরূপঃ

উপকরণ:

- প্রজেক্টর
- মার্কার
- পোস্টার পেপার
- ফাইল
- কলম
- নোট প্যাড
- নেইম ব্যাচ
- হ্যান্ড আউট
- ভিব কার্ড
- ফ্লিপ চার্ট
- মাস্ক
- হ্যান্ড স্যানিটাইজার

ক্র: নং	ইউনিয়নের নাম	কাজের বিবরণ
১	**১০নং প্রতাপনগর ইউনিয়ন পরিষদ**	১. প্রতাপনগর ইউনিয়নের কপোতাক্ষ নদের ধারে ইকো পার্ক নির্মান এবং শিশুদদের জন্য খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ।

			২. প্রতাপনগর ইউনিয়নের ওয়াপদার টেকসই ভেঁড়ীবাধ নির্মাণ।
			৩. প্রতাপনগর ইউনিয়নের পানি নিষ্কাশনের জন্য অবৈধ খাল উন্মুক্ত করণ, খাল খনন এবং বৃক্ষরোপন।
			৪. প্রতাপনগর ইউনিয়নে মৌসুম ভিত্তিক গ্রামীণ খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
			৫. প্রতাপনগর ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক জন সম্পৃক্ততা তৈরি করা। যেমন-মাস্ক বিতরণ, মাইকিং, লিপলেট বিতরণ,উঠান বৈঠক এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ।
	২	৭নং শ্রীউলা ইউনিয়ন পরিষদ	১. শ্রীউলা ইউনিয়নের বুড়াখারাটি শিশুদের জন্য সাহেব পার্ক নির্মাণ এবং খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ এবং খেলার মাঠ নির্মাণ।
			২. শ্রীউলা ইউনিয়নে শিশুদরে টিকা প্রদান নিশ্চিত করনে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্থানীয় টিকা প্রদান ক্যাম্প স্থাপন।
			৩. শ্রীউলা ইউনিয়নে নদী ভাঙ্গনে ৭.৫কি.মি.বিকল্প রিং বাঁধ নির্মাণ।
			৪. ট্যাক্স আদায় ১০০% করা।
			৫. বিভিন্ন জায়গায় দৃশ্যমান বনায়ন করা।
	৩	০৪নংদরগাহপুর ইউনিয়ন পরিষদ	১.ইউনিয়নে একটি স্কুলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট স্টুডেন্ট বিগ্রেড গঠনের মাধ্যমে তাদরে অধিকার আদায়ে সচেতন ও দক্ষ করে গড়ে তোলা।
			২.ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে শিশু প্রতিবন্ধিসহ সকল শ্রেণির প্রতিবন্ধিদের জন্য স্বল্প খরচে প্রতিবন্ধিবান্ধব টয়লেট নির্মান এবং স্থাপন।
			৩. ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে সুপেয় পানির জন্য রেইন ওয়াটার হাউজিং সিস্টেম (আর উব্লিইএইচএস) স্থাপন। কেন্দ্রীয় ভাবে (আরও)সিস্টেমের মাধ্যমে সমগ্র ইউনিয়নে সুপেয় পানি সরবরাহ করা।
			৪. স্কুল ভিত্তিক স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট নির্মান এবং করোনাকালীন হ্যান্ডওয়াশ ডিভাইস স্থাপন।
			৫. মন্দির ও কমিউনিটি ভিত্তিক কমিউনিটি ল্যাটিন স্থাপন।
	৪	১১নং কাদাকাটি ইউনিয়ন পরিষদ	১.বিশুদ্ধ পানির জন্য পিএসএফ ফিল্টার নির্মাণ।
			২.তেঁতুলিয়া আদর্শ গ্রামের পাকা ঘাট নির্মাণ।
			৩. ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও বৃক্ষরোপন।
			৪. দরিদ্র নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ।
			৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক ফ্যান, আসবাবপত্র সরবরাহ, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ, করোনা কালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ, ডাস্টবিন বিতরণ।
	৫	০১নং শোভনালী ইউনিয়ন পরিষদ	১.বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলার জন্য যারা ভাল ফলাফল করে তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়।
			২.মাদকাসক্ত থেকে যুব সমাজকে দুরে রাখার জন্য প্রতি বছর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও ক্লাবে খেলাধুলার সামগ্রী

			বিতরণ করা হয় এবং এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রতিযোগিতা মুলক খেলার ব্যবস্থা করা হয়।
			৩. প্রতিটি রাস্তাকে টেকসই করার জন্য রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষ রোপন করা হয়।
			৪. জনসমাগম স্থান ,যেমন- হাটবাজারে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাটিন নির্মাণ করা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কবর ও শ্মশান নির্মাণ।
			৫. ইউনিয়ন পরিষদের সকল সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক গ্রামের সাথে পাকা রাস্তা সংযোগ করণ।
	৬	০৩নং কুল্যা ইউনিয়ন পরিষদ	১.ডাস্টবিন স্থাপন
			২.সুপেয় পানি সরবরাহ
			৩. শিশু পার্ক স্থাপন
			৪. ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেলাই মেশিন প্রদান
			৫. ভূমিহীনদের জন্য কবর স্থান তৈরি।
	৭	আনুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	১. ২দিকে নদীবেষ্টিত আনুলিয়া ইউপিকে রক্ষা করতে ম্যানগ্রোভ প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।
			২.জনগনকে মাদকের কুফল জানিয়ে বিনোদনমুখী করতে ফুটবল, ক্রিকেট এবং হা-ডু-ডু খেলার নিয়মিত আয়োজন করা।
			৩. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ , মানব পাচার বন্ধ এবং সর্বপরি নারীকে প্রাধন্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণ।
			৪. ইউনিয়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হিসেবে গড়ে তুলতে বাজার গুলোতে ড্রেনেজ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে।
			৫.ইউনিয়নের ২৪ টি গ্রামের মধ্যে একটি গ্রামকে মডেল হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। যেখানে-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ , পানি ও স্যানিটেশন সব কিছু শতভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে।
	৮	০২নং বুধহাটা ইউনিয়ন পরিষদ	১.শতভাগ সঠিক জন্মনিবন্ধন। যার কারনে বাল্য বিবাহ কমে গেছে।
			২.বিশুদ্ধ পানির জন্য বিভিন্ন কোম্পানি ও স্থানীয় সরকারের উদ্যোগে পুকুর ফিল্টার নির্মাণ।
			৩. ০২নং ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, অনেক গ্রাম্য রাস্তা ৪০দিনের কর্মসূচি ও এলজিএসপি এর মাধ্যমে নির্মান এবং সরকারি কবর স্থান ও শ্মশান নির্মাণ।
			৪. সাতক্ষীরা আশাশুনি সড়ক হইতে পরিষদ পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা সহ পাকা রাস্তা নির্মান চলমান।
			৫.ইউনিয়ন পরিষদের আঙ্গিনা সহ সমস্ত রুম গুলো মানসম্মত ভাবে সাজানো গোছানো ও সি সি ক্যমেরা স্থাপন বাজারে ও পরিষদে।
	৯	খাজরা ইউনিয়ন পরিষদ	১.সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন এবং গ্রাম আদালতের মাধ্যমে ছোট খাট মিমাংসা করা এবং দারিদ্র জনগণকে মামলা চালানোর জন্য লিগ্যাল এইড এর মাধ্যমে যেতে পরামর্শ প্রদান করা।
			২.ইউনিয়নের জনগণের সকলের স্বাস্থ্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করা হয়েছে।
			৩. অসহায় জনগনকেসামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনীর মধ্যে নিয়ে আনা হয়েছে।
			৪.শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী

		বিতরন করা্ হয়েছে।এছাড়া মাঠও সংস্কার করা হয়েছে।
		৫.্বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংসকৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দি;য়ে জনগণকে উৎসাহী করে গড়ে তোলা।
১০	বড়দল ইউনিয়ন পরিষদ	১.নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জবাবদিহিতার আলোকে পারস্পরিক শিখন কাজে লাগিয়ে চাহিদা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
		২.অবহেলিত নিগৃত জনগণ চিহ্নিত পূর্বক তাদের পুর্নবাসন
		৩. ছোট বড় ড্রেনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ
		৪.সুপেয় পানি সরবরাহ
		৫.্নিজস্ব অর্থায়নে মশানিধনের মত কাজ সহ স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ তৈরি।
১১	আশাশুনি সদর ইউনিয়ন	১.ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যে সকল কার্ড প্রদান করা হয় তা পাওয়ার উপযোগী ব্যক্তিগণকে লটারির মাধ্যমে বাছাই করা।
		২.স্বাস্থ্যসেবা খাতে আশাশুনি ইউনিয়ন উপজেলা হতে শ্রেষ্ঠ ইউনিয়নের পুরষ্কার গ্রহন করেছে।
		৩.গ্রাম আলাদত পরিচালনায় আশাশুনি উপজেলার মধ্যে বেশি সংখ্যক মামলা গ্রহন ও নিষ্পত্তি করন।
		৪.আম্ফানের প্রভাবে ক্ষতি গ্রস্থ ভেড়ী বাঁধ সংস্কারে জনগণকে সংযুক্ত করন।
		৫. এলাকার যুবকদের খেলা ধুলায় আগ্রহী করার জন্য খেলার সামগ্রী বিতরণ।

সকল ভালো কাজগুলো দেয়ালে পোস্টারিং করা হয় এবং প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীদেরকে ৩ টি করে টিপ দেওয়া হয়। অংশগ্রহনকারীরা তারা প্রত্যেক ভালো কাজ গুলো পড়ে নিজস্ব মত অনুযায়ী ভোট প্রদান করেন। ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ৫ টি ভালো কাজ উঠে আসে এবং সবার সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রত্যেক ভালো কাজের সূচক নির্ধারণ করা হয়। উক্ত ভালো কাজ ও তার সূচক সমূহ নিন্মে দেওয়া হলোঃ

ভাল শিখন	সূচকসমূহ (Smart)
১. ভুমিহীনদের জন্য কবরস্থান তৈরী (কুল্লাইউনিয়ন পরিষদ)	• ইউনিয়নে রেজুলেশনের মাধ্যমে বরাদ্দ করা। • নির্ধারিত স্থানে কবরস্থান অবস্থিত • কবরস্থানে মাটি ভরাট
২. ইউনিয়ন পরিষদের আঙিনাসহ রুমগুলো সাজানো গোছানো এবং ইউপি ও বাজার সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত। (বুধহাটা ইউনিয়ন পরিষদ)	• ইউনিয়ন সভায় রেজুলেশনে সিধান্ত গ্রহন। • ইউনিয়ন পরিষদে ফুল ও ফলজ বৃক্ষ রোপন। • ইউনিয়ন পরিষদের রুম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও রং করা। • ইউনিয়ন পরিষদ ও বাজারে সিসি ক্যামেরা স্থাপন।
৩. ইউনিয়ন পরিষদেও সকল সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক গ্রামের সাথে পাকা রাস্তা দিয়ে সংযোগ স্থাপন। (শোভনালী ইউনিয়ন)	• বাজেটের মাধ্যমে পাকা রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা। • নিয়মিত কাজের তদারকি করা ও সিধান্ত গ্রহন। • উপজেলা মাসিক মিটিংয়ে রেজুলেশন।
৪. ১০ নং প্রতাপনগর ইউনিয়নের পূর্ব নাকলা কপতক্ষের পাশে ইকোপার্ক নির্মাণ ও শিশুদের জন্য খেলাধুলার উপকরণ সরবরাহ। (প্রতাবনগর ইউনিয়ন পরিষদ)	• কপতক্ষের পাশে নাকলা গ্রামে জায়গা নির্ধারণ। • ইকো পার্ক স্থাপন করা। • পার্কে বিভিন্ন ফুল ও ফলজ বৃক্ষ রোপন। • শিশুদের খেলাধুলার সরঞ্জাম স্থাপন।
৫. ইউনিয়নে প্রতিটি ওয়ার্ডে সুপেয় পানির জন্য রেইন ওটার হাউজিং সিস্টেম স্থাপন। এবং আরও সিস্টেমের মাধ্যমে সমগ্র ইউনিয়নে পানি	• ইউনিয়নে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চাহিদার ভিত্তিতে রেইন ওটার হাউজিং সিস্টেম স্থাপন • উপজেলা পরিষদের ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায়

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>সরবরাহ করা।
(দরগাপুর ইউনিয়ন পরিষদ)</td><td>আরও সিস্টেমের মাধ্যমে সমগ্র ইউনিয়নে পানি সরবরাহ করা।
● উপজেলা মাসিক সভায় রেজুলেশন</td></tr>
</table>
কর্মপরিকল্পনাঃ কর্মশালায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউনিয়নের ভাল কাজ দেখার জন্য এক ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধিরা অন্য ইউনিয়নে ভিজিট করতে আগ্রহী হন ।উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনও স্যার এর সম্মতিতে ১৫ জানুয়ারি মধ্যে এই ভিজিট করতে যাবেন।
এরপর কর্মশালায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউনিয়নের ভাল কাজ দেখার জন্য এক ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধিরা অন্য ইউনিয়নে ভিজিট করতে আগ্রহী হন। উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনও স্যার সম্মতিতে ১৫ জানুয়ারি এর মধ্যে ভিজিট করতে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়।
সভার প্রধান অতিথি উপজেলা চেয়ারম্যান- এ,বি,এম মোস্তাকিন, বলেন, আমাদের এই উপজেলাতে অনেক ভাল চর্চা আছে এই প্রক্রিয়ায় আমরা আমাদের এলাকার কাজ সম্পর্কে অন্যদেরকে জানাতে পারবো, বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলার ইউনিয়নের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবো। আশা করি আমাদের উপজেলাতেও এটি আগামীতে ভাল কাজগুলো চিহ্নিত হবে। আমরা সকলে এভাবে এগিয়ে যাব। মুজব বর্ষের এইমাসে আসুন আমরা সবাই ভালো কাজ গুলো ভাগাভাগি করি এবং বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যহত রাখি। সেই লক্ষ্যে আগামীতে আমার উপজেলায় ৫৫ টি নয় ১১০ টি ভালো কাজ যেন এনআইএলজি কে দেখাতে পারি সেই লক্ষ্যে আমার উপজেলা ও উপজেলার সবকয়টি ইউনিয়ন সমন্বিত ভাবে কাজ করে যাবে।
কর্মশালার সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার-, মীর আলিফ রেজা বলেন, আমার মনে হয় এই যে পারস্পরিক শিখন এটা কিভাবে হবে, এটা তখনই হবে যখন আমি একজনের কাছ থেকে শেখার জন্য প্রস্তুত হয় এবং আমি আর একজনকে শেখায় ,আপনারা সকাল থেকে যে ভাল কাজগুলো করেছেন আমি এর সাধুবাদ জানায়। আপনারা আজকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সচিবগণ অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে যে সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে সেখানে আপনাদের ইউনিয়নের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা করছি এবং আজকের এই প্রস্তুতিমূলক সভার সফলতা কামনা করে শেষ করছি।
</td></tr>
<tr><td>অংশগ্রহনকারীদের মতামত/পরামর্শ</td><td>১. যে ভাল শিখনগুলো চিহ্নিত হবে তা দেখার জন্য সবাই যেন একটি পরিকল্পনা করেন।
২. ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ভাল শিখনগুলো উপজেলা কর্মশালাতে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে।
৩. উপজেলা কর্মশালা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরাসরি করা হবে।</td></tr>
</table>

সংযুক্তি :

১. উপস্থিতি তালিকা।
২. কর্মশালার প্রস্তুতিমূলক সভার সূচী।
৩. কর্মশালার ছবি।
৪. নিউজ লিংক

বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী (এইচএলপি) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

উপজেলা কর্মশালা

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

আয়োজনে: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ও উপজেলা প্রশাসন, আশাশুনি উপজেলা

সহযোগিতায়: সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি) ও ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

স্থান: আশাশুনি উপজেলা

তারিখ: ১৫ ডিসেম্বর ২০২০

কর্মশালার সময়সূচি

সময়	কার্যক্রম
১০:০০ - ১০:৩০	রেজিস্ট্রেশন
১০:৩০ - ১০:৩৫	স্বাগত বক্তব্য
১০:৩৫ - ১০:৫০	পরিচিতি পর্ব
১০:৫০ - ১১:০০	কর্মশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা
১১:০০ - ১১:২০	পারস্পরিক শিখন বিষয়ক উপস্থাপনা
১১:২০ - ১১:৩০	প্রধান অতিথির বক্তব্য (উদ্বোধন পর্ব)
১১:৩০ - ১১:৪৫	বিরতি
১১:১০ - ১১:৩০	পারস্পরিক শিখন প্রক্রিয়া উপস্থাপনা
১১:৪৫ - ১২:১৫	ভাল শিখন চিহ্নিত করার জন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক দলীয় কাজ ও ভাল শিখন উপস্থাপন
১২:১৫ - ১২:৪৫	অংশগ্রহণকারীদের ভোটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলার ৫টি ভাল শিখন চিহ্নিতকরণ ও সূচক নির্ধারণ
১২:৪৫ - ০১:০৫	পারস্পরিক শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা তৈরী করা
০১:০৫ - ০১:২০	অতিথিদের বক্তব্য
০১:২০ - ০১:৩০	সভাপতির বক্তব্য ও সমাপনী

- সঞ্চালক: মোঃ শরিফুল ইসলাম, অফিস ইনচার্জ, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, সাতক্ষীরা
- সহায়তায়: মোঃ মনিরুজ্জামান টিটু, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, সাতক্ষীরা

উল্লেখ্য, সংস্থার অন্যান্য কর্মসূচির প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্বের পরিবর্তন এবং প্রয়োজনানুযায়ী সময়সূচির পরিবর্তন হতে পারে।

ছবি:

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, আশাশুনি

সভাপতির বক্তব্য দিচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আশাশুনি

কর্মশালাটি পরিচালনা করছেন ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এর ডিরেক্টর

প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনার শেষে অংশগ্রহণকারীদের মতামত প্রদানের একাংশ

ভোট প্রয়োগের একাংশ

ভোট প্রয়োগের পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউনিয়ন ভিত্তিক ভাল কাজের তালিকা গুলো পরিদর্শন করছেন

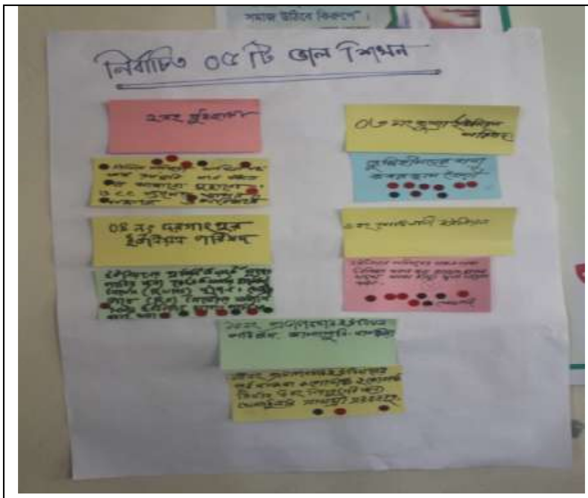

চিহ্নিত ০৫টি ভাল শিখন

ভোট প্রয়োগের একাংশ

নিউজ লিংক:

https://patradoot.net/2020/12/15/336233.html?fbclid=IwAR1MN0iwUVJujebpVNI7ZNBFY1K5RhG7pMv1w4NUlm86_3rGybXyJUg_TYo

প্রস্তুতকারীর নাম: মোঃ শরিফুল ইসলাম, ডেপুটি ম্যানেজার ও অফিস ইনচার্জ, সাতক্ষীরা